Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Health Care Worker
Length of the interview/discussion: 45 min. 28 sec.
ID: IDI_AMR204_SLM_HCW_NGO_U_27 Nov 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Female	41	H.S.C	Qualified seller/prescriber	Qualified Practitioner (Paramedics)	12 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আপা আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে, মানুষ এবং বাসাবাড়ির যে সমস্ত পশু প্রানী যখন অসুস্থ হয়, তারা কি করে এবং পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং এই অসুস্থতার জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক নেয় কিনা। এবং ঔষধের আপনারা যে সার্ভিস দিচ্ছেন বা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন তাদেরকে। তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই আপনারা কিভাবে মানে এন্টিবায়োটিকগুলো দিচ্ছেন এবং সেবনের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তো আপনার থেকে যে সমস্ত তথ্য আমরা নিবো, সেগুলো সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে আইসিডিডিআরবিতেই সংরক্ষন করা হবে। কলেরা হাসপাতালে। এবং ভবিষ্যতে শুধুমাত্র গবেষনার কাজেই এটা ব্যবহার করা হবে। অন্য কোন কাজে এটা ব্যবহার করা হবেনা। তো কেমন আছেন, আপা?

উত্তরদাতা:ভালো আছি।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি যদি প্রথমে একটু বলেন আপা, আপনি নিজেকে নিয়ে যে আপনি আসলে কি ধরনের কাজ করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে আপনি কিভাবে আছেন? কি কি কাজ আপনার দায়িত্ব একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:আমি এখানে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করছি। আমি দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে এখানে কাজ করছি। আমাদের এখানে স্ট্যাটিক, প্যারামেডিক দুই জায়গায় কাজ করতে হয়। স্যাটেলাইট মানে স্যাটেলাইট কাজ করতেহয়। স্যাটেলাইটে আমাদের একটা মানে সপ্তাহে আরকি এক এক ওর্য়াডে আমাদের এক একটা স্যাটেলাইট আছে। আমরা প্রতি

প্রশ্নর্কতা:মানে স্যাটেলাইট বলতে বাইরে যে সার্ভিস দিচ্ছেন

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন এলাকায়। আমাদের ছয়টা সেন্টার আছে। ঐ ছয়টা সেন্টারে সপ্তাহে প্রতিদিন।

প্রশ্নর্কতা:প্রতিদিনই যেতে হয়। আর প্রতিদিনই কি সপ্তাহে ঐখানে যেতে হয় নাকি অফিসে ফুল ডে থাকেন কোন

উত্তরদাতা:না। ফুল ডে না। মানে ঐখানে সার্ভিস দেওয়ার ফুল ডে মানে পাঁচটা পর্যন্ত থাকি আমরা অফিসে। কিন্তু আমরা ঐখানে তিনটা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত স্যাটেলাইট করি।

প্রশ্নর্কতা:প্রতিদিন স্যাটেলাইট করেন। আর রেষ্ট অফ দেম আপনি অফিসে থাকেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর আপনার যে রোগী দেখা বা দায়িত্বের মধ্যে আর কি আছে আপা? আর কি কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা:আর দায়িত্বের মধ্যে এই তো। স্যাটেলাইট করি। ঐখানে সেবা দিয়ে থাকি। তারপর এখানে এসে আমাদের

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐখানে কি ধরনের সেবা দেন?

উত্তরদাতা:ঐখানে আমাদের এনসিআই আছে। এনসিআই সার্ভিস দিয়ে থাকি। তারপর ইপিআই আছে। তারপর রুটিন ইপিআই যেটা, ঐটা। তারপর বাচ্চাদের মানে এআরআইসিজিটি এগুলিও আমাদের দেখতে হয়। এই সেবা দিয়ে থাকি। তারপর আমাদের সপ্তাহে মিটিং আছে আমার। মিটিংটা করি। গ্রুপ মিটিং মানে মাসে আরকি প্রতি মাসে একটা করে মিটিং হয়।

প্রশ্নর্কতা:কাদের সাথে মিটিং? এর পার্টিসিপেন্ট কারা?

উত্তরদাতা:এরা হচ্ছে এলাকার গন্য মান্য ব্যাক্তি মানে ওদেরকে নিয়ে মিটিং করতে হয় আরকি। তো আবার কোন কোন সাবজেক্টের উপর, রোগীদের নিয়ে মিটিং করতে হয়, কোনদিন বাচ্চাদের নিয়ে মিটিং করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি আগে থেকে ফিক্সড থাকে। নাকি ইন্সট্যান্ট সিচুয়েশন

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা ফিক্স করা। মাসে যে আমাদের ওর্য়াকপ্ল্যান থাকে। ওর্য়াকপ্ল্যান অনুযায়ী আমাদের ওর্য়াকপ্ল্যান অনুযায়ী আমরা কাজ করি। এবং আমাদের জানানো হয় আরকি আগে থেকে।

প্রশ্নর্কতা:আগে থেকে জানানো হয়।

উত্তরদাতা:আমাদের এসপি আছে, তারপর সিএসপি আছে। কমিউনিটি ভলান্টিয়ার আছে। ওদের মাধ্যমে।

প্রশ্নর্কতা: ওদের মাধ্যমে। মানে আপনাদের এখানে কোন ঔষধের ব্যবস্থা আছে আপনাদের এখানে? মেডিসিন

উত্তরদাতা: মেডিসিন আছে। আমাদের প্যারামেডিকের যে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ আছে, যেগুলো প্যরামেডিক ব্যবহার করতে পারে সেগুলি আমরা ব্যবহার করি

প্রশ্নর্কতা:এই ঔষধগুলা কোত্থেকে পান আপনারা?

উত্তরদাতা: এখান থেকেই কেনা। কিনি।

প্রশ্নর্কতা: বাহির থেকে?

উত্তরদাতা:মানে কেনে। আমাদের মেডিসিন কেনা হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন জায়গা থেকে? কোম্পানি থেকে নাকি লোকাল মার্কেট থেকে?

উত্তরদাতা: কোম্পানি থেকে। না । কোম্পানি থেকে।

প্রশ্নর্কতা:তো এগুলা আপনারা যখন দেন, এটা কিভাবে দেন? ফ্রি নাকি টাকার বিনিময়ে?

উত্তরদাতা:না। টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন ডিসকাউন্ট বা ছাড় কিছু

উত্তরদাতা:হ্যা। ডিসকাউন্ট আছে। আমাদের কাষ্টমার বলে, পুওর কাষ্টমার আছে, যারা গরীব মানুষ ওদের কার্ড সিস্টেম আছে তো। ঐ কার্ড সিস্টেমে আমরা যদি গরীবের কোন কাষ্টমার থাকে আমরা ওদের জন্য পঁচিশ পারসেন্ট ছাড় দিয়ে আমরা করি। তারপর যদি পোপ থাকে মানে হতদরিদ্র, যাদের কিছুই নেই একদম। তাদের বলি আমরা ফ্রি। মানে ঔষধটা কেনা থাকে। কিন্তু আমরা অফিস এটা সার্ভিসও ফ্রি

প্রশ্নর্কতা:একদম ফুল ফ্রি?

উত্তরদাতা:হ্যা। ফুল ফ্রি।

প্রশ্নর্কতা:আর সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোন টাকা পয়সা বা টিকেট সিস্টেম?

উত্তরদাতা:না। যারা গরীব তাদেরকেই তো হাফ, মানে হাফ দিয়ে আমরা সার্ভিস চার্জ দিই। তো বিশ টাকা দিয়ে আমরা সার্ভিস চাজ দিই। বিশ টাকা দশটাকার মধ্যে আরকি, বেশী না। সার্ভিস চাজ। তারও আবার হাফ দেওয়া হয়। আর যারা এমনে হতদরিদ্র মানে যাদের কিছুই নেই, তাদের একদম ফ্রি।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি।

উত্তরদাতা:ঔষধও ফ্রি।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধও ফ্রি। আর যারাএকটু আগে আমাকে বলতেছিলেন যে, ডেলিভারি বা সিজারের জন্য যারা আসতেছে

উত্তরদাতা:ওদের জন্য যে কার্ডটা, হেলথ কার্ড করা থাকে যে। আমাদের তিনটা কার্ড। এফসিসি কার্ড, আর একটা হচ্ছে এফসিসি, এইচবিসি তারপর এল ই। মানে তিনটা গ্রুপে কার্ড করা থাকে। তো যারা এইচবিসি কার্ড থাকে তাদেরকে পঁচিশ পারসেন্ট আমরা ডিসকাউন্ট দিই। আর যারা এফসিসি কার্ড থাকে তাদের ফুল টাকাটাই নেওয়া হয়না

প্রশ্নর্কতা:এভরিভিয়েশনটা যদি বলেন আপা। কি কি বলতেছেন টার্মগুলার এভরিভিয়েশন

উত্তরদাতা:মানে আপনার হয়ছে ধনী, আরেকটা হয়ছে গরীব আর একটা হয়ছে মানে খুব গরীব, হতদরিদ্র।

প্রশ্নর্কতা:হতদরিদ্র। জ্বী।

উত্তরদাতা:সেটাই। হতদরিদ্রের কাছ থেকে তো কোনকিছুতেই টাকা নেওয়া হয়না।

প্রশ্নর্কতা:একদম ফুল ফ্রি।

উত্তরদাতা:হ্যা। কার্ডটা করবেন, তো ফ্রি। আর যারা গরীব তারা যে কার্ড করবে, ঐটাও ফ্রি। কিন্তু সার্ভিস চার্জের বেলায় ওদের কাছ থেকে হাফ নেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। আচ্ছা। আপনাদের এখানে যে মেডিসিন পাওয়া যায়। কোন ধরনের মেডিসিন আছে? নরমাল ঔষধ, এন্টিবায়োটিক বা আদারস

উত্তরদাতা:হ্যা। এইযে নরমাল একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য যেগুলো প্রয়োজন সাধারনত যে নরমালি এন্টিবায়োটিকগুলি, সবগুলিই আছে।

প্রশ্নর্কতা:সবগুলি আছে।

উত্তরদাতা:এই আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন তারপর এইযে গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ জাতীয় যেগুলি

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে কি আপা কি মনে হয় যে, দিন দিন সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিকের ইউজটা বেড়ে যাচ্ছে নাকি এটা কমে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকের চাহিদা তো বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে তো আমরা সিস্টেম মানে আমরা চাইলেও অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক দিতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন? ৬:০০

উত্তরদাতা:আমাদের মানে চেকলিষ্টের মাধ্যমে আমাদের সেবা দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:এই নিয়মটা সিস্টেমটা কে করে দিছে এটা?

উত্তরদাতা:এটা আমাদের অফিস থেকেই।

প্রশ্নর্কতা:অফিস নাকি ডোনার?

উত্তরদাতা:ডোনারের মাধ্যমেই করা হয়েছে। হ্যা। ডোনাররাই করছে। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের একজন ডায়রিয়া আসলেই তাদেরকে আমি এমোডিস দিতে পারবোনা। আগে আমাকে ওআরএস দিয়ে সেবা দিতে হবে। তারপর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি ঔষধ

প্রশ্নর্কতা:মানে প্রতিটা পেশেন্টের জন্য এই নিয়ম মানতে হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রতিটা পেশেন্টের জন্য।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা আপনি মানবেন কি মানবেন না এটা আপনার নিজের উপর না? ডাক্তারের উপর না?

উত্তরদাতা:না। ডাক্তারের উপর না। কারন কি আমাদের যে মানে গাইড লাইন আছে, আমরা ঐ গাইড লাইন অনুস্মরন করি। যেটা আমার কাছে সিরিয়াস মনে হবে সেটা রেফার করে দিবো। আমরা মানে অনেক সিরিয়াস রোগী আমরা রাখিনা। কারন আমাদের গাইড লাইন অনুযায়ী। এটা এনজিও তো। গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:সুন্দর একটা জিনিস। তাহলে মনে হচ্ছে যে আপনার দিন দিন এই জিনিসটা বেড়ে যাচ্ছে। এন্টিবায়োটিকের ইউজটা। কেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে, বেড়ে যাচ্ছে? একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:আমার কাছে মনে হয় যে, এইযে ফার্মেসিগুলোতে যেমন আনাড়ি, এরা এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে জানেনা, যে এটার সাইড এফেক্ট সর্ম্পকে জানেনা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সর্ম্পকে জানেনা। আমি প্রায় দোকানে দেখছি। একটু সাধারন জ্বর আসলে এমোক্সিসিলিন সে কেটে দিচ্ছে অথবা িসপ্রোসিন দিচ্ছে। সে তো ঐ ঔষধ সর্ম্পকে অত ধারনা নেই। এজন্য সে দিচ্ছে। আমরা তো এটা করবোনা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে কেটে দিচ্ছে, এটার পরিমানটা বলতেছেন বেশী। এজন্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। বেড়ে যাচ্ছে। তার প্রয়োজন হচ্ছেনা কিন্তু তাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু যিনি নিচ্ছে উনি বুঝতেছেনা?

উত্তরদাতা:সে তো ঐযে অজ্ঞতা।

প্রশ্নর্কতা:অজ্ঞতা। আচ্ছা। কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক সচরাচর আপনাদের এখান থেকে দেওয়া হয়? আপনারা দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা:আমাদের গাইডলাইন অনুস্মরন করেই তো ঔষধ দিচ্ছি। আমরা তো বাচ্চাদের, চাইল্ড হেলথের ক্ষেত্রে এমাক্সিসিলিন, কট্রিম, ফ্রুক্টামোক্সাজল যেটা, ঐটাই ইউজ করি।

প্রশ্নর্কতা:বাচ্চাদের জন্য।

উত্তরদাতা:যেটা আমাদের গাইডলাইনে আছে চেকলিষ্টে।

প্রশ্নর্কতা:আর বড়দের জন্য?

উত্তরদাতা:আর বড়দের জন্য বড়দের জন্য তো আমাদের স্যাটেলাইটে আমরা অত বেশী এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা।

প্রশ্নর্কতা:তারপরও যে কয়টা করেন।

উত্তরদাতা:এখানে যেমন ডাক্তাররা করে, আমাদের ক্লিনিকে যে ডাক্তার করে সেফিক্সিমও আছে তারপরে সিপ্রোসিন আছে। এমোক্সিসিলিনই। এত বেশী নাই।

প্রশ্নর্কতা:এই কয়টাই?

উত্তরদাতা:এই কয়টাই।

প্রশ্নর্কতা:আমাকে কিছুক্ষন আগে আপা বলতেছিলেন সিজার না নরমাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা:হ্যা। সিজারের জন্য আছে। এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা:কি দেন? আপনারা তো প্রেসক্রাইব করেন। সিজার পেশেন্ট বা অন্যান্য

উত্তরদাতা:না। না। ঐগুলা ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তার করে। আর আপনারা কি ধরনের এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন?

উত্তরদাতা:আমরা এমোক্সিসিলিন, ফ্রুক্টামোক্সাজল। এই।

প্রশ্নর্কতা:এই দুইটা।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর কি এছাড়া আর কিছু করেন?

উত্তরদাতা:না। এছাড়া আমরা এন্টিবায়োটিক না, অন্য ঔষধ আয়রন ট্যাবলেট তারপর

প্রশ্নর্কতা:এগুলা তো নরমাল।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন, যে গ্রুপ, অনেকগুলা গ্রুপ একটু আগে আমাকে বলছিলেন যে, কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক সাধারনত বেশী প্রেসক্রাইব করেন?

উত্তরদাতা:ঐযে এমোক্সিসিলিন, ফ্রুক্টামোক্সাজল।

প্রশ্নর্কতা: এমোক্সিসিলিন, ফ্রুক্টামোক্সাজল। এগুলা কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন নাকি থার্ড জেনেরেশন এর এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:মানে চাইল্ড হেলথের ক্ষেত্রেই আমি

প্রশ্নর্কতা:না,মানে এন্টিবায়োটিকের জেনেরেশন আছে না? ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড, থার্ড

উত্তরদাতা:আচ্ছা। কট্রিম হচ্ছে ফার্স্টজেনেরেশন। আর এমোক্সিসিলিন হচ্ছে সেকেন্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড জেনেরেশন। এই দুইটা ছাড়া কি আপা আর কিছু ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা:না। আমি আর ব্যবহার করিনা।

প্রশ্নর্কতা:তো প্রেসক্রিপশনে আপনি ধরেন এন্টিবায়োটিক লিখতেছেন বা দিচ্ছেন। সেটা লিখতে গিয়ে বা দিতে গিয়ে আপনি কোন সময় কোন ধরনের সমস্যা আপনি ফেস করেছেন? কোন চ্যালেঞ্জ, আপনি যে অনেক বছর, কয় বছর বললেন আছেন এই পেশায়?

উত্তরদাতা:দুই হাজার পাঁচ থেকে।

প্রশ্নর্কতা:দুই হাজার পাঁচ থেকে। অনেক দিন আজকে।

উত্তরদাতা:না। এমন সমস্যা হয়নি।

প্রশ্নর্কতা:কোন সময় সমস্যা ফেস করেছেন? একটু সমস্যা যে আমি কি এটা দিবো বা এটা দেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা? এই ধরনের কোন কনফিউশন বা

উত্তরদাতা:না। আমি তো গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করি। ঐজন্য ঐটাতে আমাদের সুবিধা। মানে আমরা যে নিয়মানুযায়ী কাজ করি। আমাদের একদম ইয়া আছে, কি বলে। চার্ট বুকলেট আছে। আমরা বুকলেটের মাধ্যমে কাজ করি যে আমি এটা কখন দিতে পারবো, এটা আমি কখন দিতে পারবো। আমাদের যে ফার্স্ট জেনেরেশন কট্রামোক্সাসিল যেমন এআরআই কাষ্টমার প্রথম কট্রামোক্সাসিল দিয়েই সেবা দিবো। কারন আমাদের চার্ট বুকলেটই দেওয়া আছে। তো আমরা ঐ অনুযায়ী দিই। তেমন সমস্যা হচ্ছেনা। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:আপনি ঐ গাইডলাইন ফলো করলেই হয়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:ঠিক আছে। যখন আপনি একজন পেশেন্ট কে রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, তখন তাকে কোন বুদ্ধি পরার্মশ কিছুে দন, কি বলেন তাকে?

উত্তরদাতা:যদি দেখি যে কট্রিমে তার কোন এলার্জি আছে কিনা, তার সর্ম্পকে জানি। এই ঔষধ খাওয়ার পরে তার কোন সমস্যা হয়ছে কিনা। আগে কোন এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে কোন সমস্যা হয়ছে কিনা। এটা ইতিহাস জানি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা নেন। কিন্তু ধরেন ফার্স্টে একটা কাষ্টমার আসলো। বাচ্চা। বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে দিক নির্দেশনা বা ইনফরমেশন দেন? এন্টিবায়োটিক দেওয়ার সাথে সাথে। কি বলেন।

উত্তরদাতা:যদি দেখি কট্রিমে এলার্জি হতে পারে। যদি হয় তাহলে সাথে সাথে ক্লিনিকে আসার জন্য বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো আপনার সাইড এফেক্ট হলে, পরে। আমি বলছি প্রথম আসলো। যখন আপনি এন্টিবায়োটিক দিলেন, প্রেসক্রাইব করলেন। করার সাথে সাথে আপনি তাকে কোন ইন্সট্রাকশন দেন কিনা?

উত্তরদাতা:দিই।

প্রশ্নর্কতা:কি দেন?

উত্তরদাতা:নিয়মটা বলে দিই যে, ফ্রুক্টামোক্সাজল সাধারনত দুই বেলা করে বারো ঘন্টা অন্তর খাবে। নিয়মটা বলে দিই। পাঁচদিন খাবে, কিভাবে খাবে, নিয়মটা বলে দিই। তারপর যদি ঔষধের কোন সাইড এফেক্ট হয়, তাহলে আমাদেরতো কাষ্টমার যে কার্ড করি, কার্ডেও মধ্যে আমাদের ফোন নাম্বার থাকে, যদি কোন সমস্যা হয়, ফোন দিতে বলি। আর তারপর বলি যে যদি তার কোন সাইড এফেক্ট হয়, তাহলে সাথে সাথে ঔষধটা বন্ধ করে দিতে বলি। আর যদি আরো খারাপ হয়, হাসপাতালে যেতে বলি।

প্রশ্নর্কতা: হাসপাতালে যেতে বলেন। আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে? এটা তো গেল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে।

উত্তরদাতা: বয়স্কদের ক্ষেত্রে তো এন্টিবায়োটিক ইউজ করিনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:আমাদের অত ডিটেইলস সেবা দিতে হয়না। আমরা যতটুকুর মধ্যে সেবা, অতটুকু দিই। আর আমাদের তো সব স্যাটেলাইট কাছাকাছি। যদি এরকম সমস্যা হয়, ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। মানে একটা এন্টিবায়োটিক আপনি প্রেসক্রাইব করতেছেন, দিচ্ছেন। তখন কত মাত্রায় বা ডোজ কয়দিন খায়তে হবে। এটা সর্ম্পকে বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। সব বলি।

প্রশ্নর্কতা:কি বলেন আপা, একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:যদি কোন ধরনের নিউমোনিয়ার কোন রোগী যদি আসে, তো ওর জন্য তো কট্রিম দিতে হবে। ঐটার জন্য আমরা বলে দিই যে দুইবেলা খেতে হবে। দুই বেলা করে আমরা পাঁচদিন খেতে বলি। তারপর মানে কোন সময় খাবে তারপর এটা খাওয়া বন্ধ করা যাবেনা। সাইড এফেক্টগুলো বলে দিই। এগুলা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা বলে দেন। সাইড এফেক্ট সর্ম্পকে কি বলেন অঅপা?

উত্তরদাতা:ঐ সাইড এফেক্ট সর্ম্পকে বলি যে, যেকোন বমি করে দিতে পারে। তারপর আবার এলার্জি জাতীয় একটু ফুসকুড়ি বা চুলকানি হয়। আবার আমাদের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা: যোগাযোগ করার কথা বলেন। আসে রোগীরা? পরবর্তীতে যাগাযোগ করে?

উত্তরদাতা:আসে।

প্রশ্নর্কতা:মানে সাইড এফেক্ট নিয়ে

উত্তরদাতা: সাইড এফেক্ট নিয়ে এরকম পাইনি। কারন নরমাল ঔষধ আমাদের তেমন সাইড এফেক্ট পাওয়া যায়না। মোক্সাসিলিন এটাতে তো তেমন কোন সাইড এফেক্ট নেই।

প্রশ্নর্কতা: মোক্সাসিলিন। আপনি ইয়ে নিয়ে কিছু বলেন? রেজিস্ট্যান্স নিয়ে। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে পেশেন্টকে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা , আমি বলি।

প্রশ্নর্কতা:কি বলেন?

উত্তরদাতা:এটা বলি যে, এইযে বাচ্চার রেজিস্ট্যান্স যেটা, বলি।

প্রশ্নর্কতা:কি বলেন?

উত্তরদাতা:ঔষধ এই যে বারবার অর্ধেক ঔষধ যেমন একটা রোগী যদি ফুল কোর্স কমপ্লিট না করে হাফ করে বাদ দিয়ে দেয়। পরবর্তীতে দেখা যাবে যে, এই ঔষধটা পরবর্তীতে তাকে কাজ করছেনা। আমি বলি যে, অন্তত আপনার যতটুক নিয়ম, নিয়মানুযাযী ঐ পাঁচদিন খাওয়ার পাঁচদিন খাওয়াবেন। যে একদিন দুইদিন খাওয়ার পর বন্ধ করে দিবেন না। যদি কোন সমস্যা না হয়, এরকম বলি।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে ঔষধ যে কাজ করেনা, কেন কাজ করেনা? আপনি বলতেছেন যে, ফুলকোর্সটা খেলোনা, অল্প করে কয়েকদিন খেল। খেলে কেন শরীরে গিয়ে ঔষধটা কাজ করতেছেনা?

উত্তরদাতা:এত কিছু তো আর বলিনা।

প্রশ্নর্কতা:এটা আপনার কাছে কি মনে হয়? কেন কাজ করেনা?

উত্তরদাতা:কারন ঐ যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স, ঔষধটা ফুল কোর্স না করলে তো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হয়। বারবার মানে এরকম কোর্স কমপ্লিট না করলে তো এরকম হয়।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। আচ্ছা। কোনা নদির্ষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে কি হবেনা, এইযে একটা ডিসিশান নেওয়ার বিষয়, এই ডিসিশানটা আপনি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:আমি চার্ট বুকলেটের মাধ্যমে আমাদের ঐখানে পাওয়া যায়। যেমন, আমার দিতে হবে কি হবেনা

প্রশ্নর্কতা:ঐটা তো আছেই।

উত্তরদাতা:আমরা তো সাধারনত নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে তো দিই। ঐখানে তো আপনার দ্রুত শ্বাস থাকে। আমরা গুনে দেখি। পার মিনিটে বাচ্চা যদি দেখি যে দুই মাসের বেশী আচ্চাদের শ্বাস প্রশ্বাসের হার আছে পঞ্চাশ অথবা তার নীচে। যদি পঞ্চাশের বেশী হয়, তখন আমরা বুঝি যে বাচ্চার নিউমোনিয়া হয়ছে। তখন তো আমার এন্টিবায়োটিক দিতেই হবে। আমরা ঐ নিয়মানুযায়ী দিই। কিন্তু আমরা সাধারন কোন সময় এন্টিবায়োটিক দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। তো মানে এন্টিবায়োটিক এর যে আপা দাম, যে বাজারমুল্য এটা কি সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা কেন নাই?

উত্তরদাতা:অনেক বেশী।

প্রশ্নর্কতা:কেন, বেশী কেন?

উত্তরদাতা:কারন কি দেখেন আপনার সেফিক্সিম বলেন, সিপ্রোসিন বলেন। একটা গরীব মানুষ এটা কিনে খায়তে পারে? টাকা লাগে। অনেক টাকা লাগে না? ১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:অনেক বেশী। না?

উত্তরদাতা:অনেক বেশী।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে একজন গরীব মানুষ বলেন, কাষ্টমার বা ভোক্তা বলেন যিনি এই ঔষধটা কিনতেছে, একটা মেডিসিনের পেছনে যে পরিমান টাকা সে ব্যায় করতেছে, সে পরিমান বেনিফিট কি সে পায়?

উত্তরদাতা:সে তো পায় না তো।

প্রশ্নর্কতা:কেন পায়না?

উত্তরদাতা:বেনিফিট পায়না। তার এখন লাগছেনা। কিন্তু তাকে ঔষধটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো বেনিফিট কি, তার টাকাটাই খরচ হলো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কে দিয়ে দিচ্ছে এটা?

উত্তরদাতা:এটা দোকানদার দিচ্ছে। মানে যারা ঔষধ সর্ম্পকে যাদের ধারনা নেই। তারাই তো ঔষধ বিক্রি করার জন্য দিচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ও বিক্রি করলে ওর লাভ কি?

উত্তরদাতা:ওর বিক্রি করলে লাভ হচ্ছে টাকা।

প্রশ্নর্কতা:টাকা। আচ্ছা। তার মানে প্রফিট হচ্ছে। এটাই ওর লাভ, আচ্ছা। তাহলে লোকজন সাধারনত কিভাবে এন্টিবায়োটিক নিয়ে থাকে মানে অল্প করে নেয় নাকি ফুলকোর্স নেয়? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:আমার মনে হয় ফুল কোর্স নেয়না।

প্রশ্নর্কতা:নেয়না। আপনারা এখানে রোগীদের প্রেসক্রাইব করেন

উত্তরদাতা:রোগীদের যে ফুল কোর্স মানে আমরা যে দিবো, মানে ফুল ঔষধটাই দিবো, হাফ ঔষধ দিবোনা।

প্রশ্নর্কতা:নিতেই হবে।

উত্তরদাতা:নিতেই হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা বাধ্যতামুলক প্রতিটা রোগীর জন্য?

উত্তরদাতা:না। আমরা বলে দিই যে আপনার হয়তো একটা ঔষধ বাদ পড়তে পারে। আপনি টাইম মতো মিলতেছেনা। কিন্তু আপনি একটা কোর্স পুরা ঔষধ নেন। তাহলে মনে থাকবে। তো আমার মোক্সাসিল ট্যাবলেট যদি লাগে আমার পাঁচদিনে, তিন পাঁচে পনেরটা লাগবে। আমার নিয়মানুযায়ী যতটুক তিন পাঁচে আট ঘন্টা পরপর না? আপনার পনেরটা লাগবে। আপনি পনেরটা নেন। নাহলে যদি বাদ দেন পরে আবার কিনতে মনে থাকবেনা। অথবা ইয়ে করবেনা।

প্রশ্নর্কতা: সে যদি বলে আমার কাছে টাকা নেই। বা সরি, আমি নিতে পারবোনা। আমি বাইরে থেকে নিবো। বা আমার কাছে টাকা নেই। তখন কি করেন আপনারা?

উত্তরদাতা:না। টাকা না থাকলে তো ধরেন যাদের ফ্রি, তাদেরতো ফ্রি। যাদের মানে টাকা নেই

প্রশ্নর্কতা:সার্মথ্য আছে

উত্তরদাতা:বলি যে আপনার টাকাটা নিয়ে তারপর ঔষধটা নিয়ে যাবেন।

প্রশ্নর্কতা:ও যদি ফিরে আসে?

উত্তরদাতা:দুইটা ঔষধ দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:ফিরে আসে তখন। ওরা টাকা নিয়ে আবার যে এখান থেকে ঔষধ নেওয়ার জন্য।

উত্তরদাতা:নিয়ে আসলে তো পুরা ঔষধ দিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আসে নাকি ওরা বাইরে থেকে নেয়?

উত্তরদাতা:আমি পুরা ঔষধ, পুরা কোর্স মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ঔষধও ফুল কোর্সটা একবারে দিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:দিলেন আপনি। প্রেসক্রাইব করলেন। আমি বলতে চাচ্ছি যে, ও কি তখন ঔষধটা এখান থেকে কিনে নাকি বলে যে আমি বাহির থেকে কিনবো?

উত্তরদাতা:আমাদের যারা কাষ্টমার?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী।

উত্তরদাতা:ওরা আমাদের কাছ থেকেই ঔষধ নেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে নিতে বাধ্য তারা?

উত্তরদাতা:বাধ্য না। বাধ্য তো ঐরকম করিনা। কারন এন্টিবায়োটিক তো জোর করে দেওয়ার ইয়ে নাই। বুঝছেন না। ঐরকম করে দিইনা। আর যদি ঔষধ না নেয়, উনাদেরকে বলি যে ঠিক আছে, ফার্মেসি থেকে নেন কিন্তু আপনি পুরোটা ঔষধ একবারে নিয়ে নিবেন।

প্রশ্নর্কতা: তো ওরা শুনে কথাটা? আপনারা ফলো আপ করেন?

উত্তরদাতা:শুনে।

প্রশ্নর্কতা:শুনে। আচ্ছা। মানে আপনি কি আপনার, জ্বী

উত্তরদাতা:দুই একজন তো দেখা যায় ওরকম ঔষধ কিনছেনা। আমরা তো সপ্তাহে একটা এলাকায় একদিন যাই। তো আমরা

প্রশ্নর্কতা:স্যাটেলাইট

উত্তরদাতা:স্যাটেলাইট। তো আমরা পঞ্চাশ জন রোগীর মধ্যে আমিতো এতজনকে জনে জনে ফোন দিতে পারবোনা। কেউ একজন তো হয়তো ঔষধ নাও কিনতে পারে। দেখা যায় প্রেসক্রিপশনটা নিছে, ঔষধটা কিনছেনা।

প্রশ্নর্কতা:এরকম পান আপনারা যে ঔষধ কিনে নাই পরবর্তীতে যখন আসছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আর হয়তো আসলোইনা। ঐযে খালি ইয়েটা ইয়ে করলো। ঔষধ লেখায় নিয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, আপা। আমি বাইরে থেকে

প্রশ্নর্কতা:পরে আর নেয়না।

উত্তরদাতা:আর নেয়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপা, আপনি যখন প্রেসক্রিপশন করেন, প্রেসক্রিপশন দেন, তো সেক্ষেত্রে আপনি সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে একটু প্রাধান্য দেন? যে আমি, জেনারেল ঔষধ না লিখে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিই?

উত্তরদাতা:না। আমরা খুব কমই

প্রশ্নর্কতা কেন দেননা?

উত্তরদাতা:কারন আমাদের গাইডলাইনেই আছে যে আমরা এন্টিবায়োটিক বেশী ব্যবহার করতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে ঐটা স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে ঐখানে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:বেশী ইউজ করলে

উত্তরদাতা:নির্দিষ্ট ঔষধ ছাড়া আমরা ব্যবহার করতে পারবোনা। আমরা তো ঔষধ বাইরে থেকে কিনিনা। অফিস থেকে দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:তো সেক্ষেত্রে কি ঐটাও দেওয়া আছে যে, বেশী ব্যবহার করলে কি সমস্যা বা কেন ব্যবহার করতে পারবেন না?

উত্তরদাতা:না। ঐরকম কিছু নাই।

প্রশ্নর্কতা:ম্যানশন করা নাই।

উত্তরদাতা:আমাদের প্যারামেডিরা এই ঔষধগুলো ব্যবহার করতে পারবে, ডাক্তাররা এই ঔষধগুলো ব্যবহার করতে পারবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এস পার পজিশন উল্লেখ করা আছে?

উত্তরদাতা:দেওয়াই আছে। হ্যা। আমাদের ইয়েই আছে। মানে আমরা কতগুলা ঔষধ ব্যবহার করতে পারবো আমাদের দেওয়া আছে।

প্রশ্নর্কতা:লিষ্ট করা আছে।

উত্তরদাতা:আর আমাদের ঔষধ নিতে হয়তো, এখান থেকেই নিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এমনে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপা যে নরমাল ঔষধ সাধারন ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর ডিফারেন্সটা কি একটু যদি খুলে বলেন। দুইটা ঔষধকে যদি আমরা কম্পারিজন করি পাশাপাশি প্যারালালি যে এটা সাধারন ঔষধ, এটা এন্টিবয়োটিক। দুইটার মধ্যে পার্থক্য, ডিফারেন্সটা কি? কয়েকটা ডিফারেন্স যদি বলেন।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিকগুলো সাধারনত মানে ভীষন অসুস্থ মানে একদম দিতেই হবে মানে এরকম অবস্থাতে ঔষধটা দিতে হয়। সাধারন ঔষধ তো আপনার সামান্য জ্বর হলে আমি প্যারাসিটেমল দিতেই পারবো। আয়রন ট্যাবলেট আমার গর্ভবর্তী মহিলাকে আমি ডদিতেই পারবো। এখানে তো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো হচ্ছে প্রেসক্রাইব, দেওয়ার ক্ষেত্রে। আর এছাড়া আর কোন ডিফারেন্স কি আছে কিনা দুইটা মধ্যে? যে মুড অফ একশন যদি আমরা বলি যে প্রাইস বলি। আরো উদাহরনের আরো বিষয় আছে না? আপনি

উত্তরদাতা:কারন ছাড়া আমি এন্টিবায়োটিক দিবো কেন?

প্রশ্নর্কতা:না। দেওয়ার জন্য না। আমি বলতেছি মেডিসিনের পার্থক্য।

উত্তরদাতা:পার্থক্য।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আমরা

উত্তরদাতা:পার্থক্য, ঐটা হলো মানে আমার বাধ্যতামুলক দিতেই হবে। আমার মানে দিতেই হবে।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা?

উত্তরদাতা:মানে এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:কিছু রোগের ক্ষেত্রে আমাকে দিতেই হবে। না দিলে অসুখটা ভালো হবেনা। আর নরমাল ঔষধটা আমার না দিলেও কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন ডিফারেন্স কি আছে দুইটার মধ্যে? কোর্স, ডোজ, প্রাইস

উত্তরদাতা:ডোজেরও পার্থক্য আছে। ঐটার ডোজটা, এন্টিবায়োটিকের ডোজ কমপ্লিট না করলে আমার সমস্যা হতে পারে। রেজিস্ট্যান্স হতে পারে। আর নরমাল ঔষধে আমার সেরকম সমস্যা হওয়ার কথা না। ২০:০০

প্রশ্নর্কতা:আর কোন পার্থক্য কি আছে আপা?

উত্তরদাতা:আর কি?

প্রশ্নর্কতা:দামের

উত্তরদাতা:দামের ক্ষেত্রেও এন্টিবায়োটিকের দাম বেশী।

প্রশ্নর্কতা:বেশী।

উত্তরদাতা:হ্যা। নরমাল ঔষধের দাম নাই।

প্রশ্নর্কতা:আর কাজের দিক দিয়ে

উত্তরদাতা:কাজের দিক দিয়ে

প্রশ্নর্কতা:ডিফারেন্সটা কি?

উত্তরদাতা:কাজের দিক দিয়ে তো এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কি বলবো

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আমরা আগাই। অসুবিধা নাই। পরে আবার এটা নিয়ে কথা বললাম। আচ্ছা। লোকে কি আপনাদের কাছে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক চায়? কোন সময় যখন আপনি তাকে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতেছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:বা দিচ্ছেন কোন সময় কি বলে

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন ছাড়া তো ঔষধ দেয়াই যাবেনা।

প্রশ্নর্কতা:দেয়া যাবেনা। আপনি প্রেসক্রাইব করার সময় পেশেন্ট কি কোন সময় আপনাকে বলে যে, আপা, আপনি আমাকে এই এন্টিবায়োটিকটা দেন বা এটা আমি

উত্তরদাতা:না। আমাদের কাছে, আমরা তো এদের কাছে ঔষধটা নিয়েই যাইনা। তো আমাদের কাছে চাইবে কেন? আমরা তো ঔষধ নিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার এখানে তো ফার্মেসি আছে এবং ও হয়তো আগে পেশেন্ট ঐ ঔষধ খেয়ে ভালো হয়ছে অথবা সে চাচ্ছে যে, একটা এন্টিবায়োটিক আপনি তাকে দেন।

উত্তরদাতা: নির্দিষ্ট ঔষধ নিয়ে যাই তো, আমরা তো দিতেই পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:না। যখন অফিসে এখানে থেকে দেন আপনি।

উত্তরদাতা:আমাদের অফিসেও প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঔষধ দেয়না।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে পেশেন্ট বা রোগী কোন সময় সরাসরি এন্টিবায়োটিক চায় আপনাদের কাছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আমাকে এই এন্টিবায়োটিকটা দেন। এটা খেয়ে আমি ভালো হইছি।

উত্তরদাতা:না। আমাদের ক্লিনিকে চায়না।

প্রশ্নর্কতা:আর স্যাটেলাইটে?

উত্তরদাতা:স্যাটেলাইটে, না, স্যাটেলাইটে চায়না। ক্লিনিকে তো আমরা প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন ঔষধ বিক্রি করেনা। নিয়মানুযায়ী

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। আপনাদের যে ফার্মেসি যেটা আছে

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐখানে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসতে হয়। ঐটা বাধ্যতামুলক।

উত্তরদাতা:হ্যা। বাইরে যদি কোন রোগী ডাক্তার দেখে, প্রেসক্রিপশন এনে

প্রশ্নর্কতা:বাইরে সাধারন লোক এসে এখান থেকে মেডিসিন কিনতে পারবে?

উত্তরদাতা:হ্যা। পারবে। তার যদি প্রেসক্রিপশন থাকে।

প্রশ্নর্কতা:থাকে। আর ডিসকাউন্ট পায়?

উত্তরদাতা:না। বাইরের তো ডিসকাউন্ট পাওয়ার কথা না।

প্রশ্নর্কতা:ও পাবেনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু যে টিকিট কেটে নিবে

উত্তরদাতা:হ্যা। ও ডিসকাউন্ট পাবে।

প্রশ্নর্কতা:ও পাবে।

উত্তরদাতা: যার হেলথ কার্ড আছে, যার আছে।

প্রশ্নর্কতা: ও পাবে। আচ্ছা। আপা আমরা কেটু ঝুঁকি নিয়ে কথা বলি। মানে ঝুঁকি বিষয়ক সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে একটু কথা বলি। আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকগুলো রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে করে? কি কি উপায়ে এটা কাজ করে? এন্টিবায়োটিকটা শরীরে গিয়ে

উত্তরদাতা:এত ডিটেইলস তো আমি বলতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা:তবুও আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি যতটুকু পারেন আরকি একটা এন্টিবয়োটিক একটা পেশেন্ট ধরেন সাপোজ খেল, এটা শরীরের মধ্যে গিয়ে কি কি উপায়ে কাজ করে এটা?

উত্তরদাতা:এত কিছু আমি বলতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে সাধারনত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়? কয়েকটা রোগের নাম যদি একটু বলেন আপা। কোন কোন ধরনের ডিজিজের জন্য যেমন কিছুক্ষন আগে বলছিলেন নিউমোনিয়া

উত্তরদাতা: নিউমোনিয়া আছে তারপর এইযে ম্যালেরিয়া

প্রশ্নর্কতা: ম্যালেরিয়া।

উত্তরদাতা:এইযে সিজারের ক্ষেত্রে সিজার করার পরে তো এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর? অনেক তো অসুখ আমরা প্রায় সময় শুনি। আরো কয়েকটা যদি বলেন আপা। আপনি তো অনেক দিন ধরে

উত্তরদাতা:কানের সমস্যার জন্য। কানে ইনফেকশ হয়, কট্রিমটা দিই।

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা:তারপর হচ্ছে গিয়ে টাইফয়েড রোগে, টাইফয়েড রোগে তো এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। কোন ইনফেকশন থাকলে ফোঁড়া কোন পাকা কোনকিছু থাকলে তখন এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। আপনারা যে কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকগুলা ভালো কাজ করে বলে আপনি মনে করেন? আপনাদের এখানে যেটা দেওয়া হয় এবং এটার বাইরেও যে বিভিন্ন গ্রুপের যে এন্টিবায়োটিক আছে। তো কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকগুলো ভালো কাজ

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে যেমন এরিথ্রোমাইসিন আছে, এজিথ্রোমাইসিন

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। আর?

উত্তরদাতা:তারপর সিপ্রোসিন আছে। এমোক্সিসিলিন আছে।

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা:এগুলিই।

প্রশ্নর্কতা:এগুলিই। এগুলা ভালো কাজ করে বলতেছেন। মানে আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট আছে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি ধরনের মানে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, সাইড এফেক্ট করে এন্টিবায়োটিকগুলা ? কি করে? কয়েকটা আপা সাইড এফেক্ট যদি বলেন যে কি কি হতে পারে?

উত্তরদাতা:অনেক সময় দেখা যায় যে, মাথা ঝিমঝিম করতেছে, বমি হয়তেছে, এলার্জি হয়তেছে মানে ফুসকুড়ি দেখা দেয়, শরীরে দানা দানা দেখা দিচ্ছে। এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা হয়। তো কিভাবে এই সাইড এফেক্টগুলাকে মোকাবিলা করা যায়। এই সাইড এফেক্ট যে হয় এটাকে কিভাবে ফেস করা যায়, মোকাবেলা করা যায়?

উত্তরদাতা:আমরা আমাদের এখানে যদি এরকম সমস্যা হয়, আমরা সরাসরি ডাক্তারের কাছে পাঠায় দিই।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো হচ্ছে সর্বশেষ।

উত্তরদাতা:সর্বশেষ। আর আমরা প্যারামেডিক তো। আমরা আমাদের কাছে রাখিনা। মানে এরকম সমস্যা হলে আমরা আমাদের যে ডাক্তার

প্রশ্নর্কতা: কিছুক্ষন আগে আপনি বলতেছিলেন যে আমরা সাথে সাথে বলি বন্ধ করে দেন ঔষধ।

উত্তরদাতা:ঔষধটা তো বন্ধ করতে বলি। তারপর আমাদের ডাক্তার আপাদের অথবা আশেপাশে কোন যদি ক্লিনিক হাসপাতাল থাকে আমরা বলি যে, ঐখানে চলে যান।

প্রশ্নর্কতা:রেফার করে দেন? তার আগে

উত্তরদাতা:বিশেষ করে আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলি কাছে আছে। ঐখানে পাঠাই।

প্রশ্নর্কতা:পাঠায় দেন। কিন্তু তার আগে নিজেরা কিছু করেন না?

উত্তরদাতা:নিজেরা কারন আমরা স্যাটেলাইটে কাজ করি তো। আমরা চলে আসি। আমাদের সবসময় এরকম দেখা হয়না। হয়তো ফোনের মাধ্যমে বলে যে, আপা আমার এরকম হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপা, এবার যে বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম, একটু আগেও বলছি। সেটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এটাকে আমরা যদি বলি যে এটার ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা। আপনি একটু নিজে যেটা বুঝেন, একটু বুঝায়ে খুলে বিস্তারিত বলেন যে, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই জিনিসটা আসলে কি? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে আমরা কি বুঝি আসলে?

উত্তরদাতা:আসলে বারবার উনারা দেখা যায় যে, একটা সমস্যার জন্য বারবার কোন একটা ঔষধ ব্যবহার করতেছি। মানে ঔষধে কাজ করতেছেনা। তখন তো আমরা বলি যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স মানে ঐ ঔষধে তাকে কাজ করছেনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐ পার্টিকুলার ঔষধটাই?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঔষধে কাজ করতেছেনা।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা হচ্ছে ডেফিনেশণ বললেন। তো এটা কেন হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স? এটা কেন হয়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এটা হয়তো ঐযে আমার কাছে মনে হয় যে, ঔষধের কোর্সটা ঠিকমতো কমপ্লিট করছেনা। হয়তো তারা সঠিক কোর্সটা হচ্ছেনা। এটাও হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:এটার জন্য। এছাড়া আর কোন কারন হতে পারে, আপা? আচ্ছা। তাহলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যাতে নাহয়, এটা বন্ধ করার উপায় কি আসলে? আমরা কি করতে পারি এজন্য?

উত্তরদাতা:আসলে এন্টিবায়োটিক আমার মতে সঠিকভাবে যদি চিকিৎসাটা করা হয়, ঔষধের ডোজটা ঠিকমতো লেখা হয়, আর ঔষধের ডোজ, ফুল কোর্সটা যদি ঠিকভাবে কমপ্লিট করা হয় তাহলে

প্রশ্নর্কতা:ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা। সঠিক দিক নির্দেশনা অনুযায়ী মানে এন্টিবায়োটিক সেবনের কোন চ্যালেঞ্জ আছে? আপনারা যে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, একটা টাইম বা ইয়ে তো আপনারা উল্লেখ করে দেন। এটা মেইনটেইন করতে গিয়ে বা ঔষধটা খেতে, গ্রহন করতে গিয়ে কোন চ্যালেঞ্জ আছে? রোগীরা কোন ধরনের সমস্যা ফেস করে? মানে কোন সমস্যঅ হয় আপা চ্যালেঞ্জ আছে কোন? একটা যে নিয়মমাফিক ঔষধটা খাওয়ার কথা আপনি বলছেন। এটা রোগীরা যখন খেতে যায়, এটা এন্টিবায়োটিক খেতে গিয়ে সে কোন ধরনের সমস্যা ফেস করে?

উত্তরদাতা:না। ঐরকম ফেস করার কথা না। কারন

প্রশ্নর্কতা:টাইমের বিষয়টা বলছি।

উত্তরদাতা:টাইমেরটা আমরা লিখে দিই।

প্রশ্নর্কতা:লিখে দিলেও পেশেন্ট কি শুনে? ঐভাবে খায়?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমি যখন বলে দিই যে আপনি যদি সকাল ছয়টায় খান আবার সন্ধ্যা ছয়টায় এরকম খাবেন। বারো ঘন্টা পর। আবার যদি অঅট ঘন্টা হয় আমরা বলি সকাল ছয়টা দুপুর দুইটা রাত দশটা, এভাবে টাইম লিখে দিই।

প্রশ্নর্কতা:অনেকে টাইমলি খেতে পারে?

উত্তরদাতা:টাইম, হ্যা পারে। যরা অশিক্ষিত তারা টাইম

প্রশ্নর্কতা:অনেক ভোর চারটা বা ছয়টায় যদি হয়

উত্তরদাতা:ঐটাই সমস্যা। টাইম ঠিকমতো টাইম

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐটা কি পারে?

উত্তরদাতা:সবাইতো পারার কথা না। যারা শিক্ষিত তারা ঠিকই পারে।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ সময় কি মানে এই সমস্যাটা হয়? বেশীরভাগ রোগীদের ক্ষেত্রে? বেশীরভাগ রোগীদের কাছ থেকে শোনেন আপনারা? নাকি হচ্ছে যে তারা টাইমলি খেতে পারে এন্টিবায়োটিকটা।

উত্তরদাতা:খেতে পারে বলে যে পারি। আমি ঐরকম টাইম লিখে দিই। অথবা কাগজে লিখে দিই। আমাদেরতো আবার ইয়ে আছে। স্টিকার আছে। সকাল দুপুর রাত আছেনা? এরকম স্টিকার

প্রশ্নর্কতা:স্টিকার লাগায় দেন? প্রেসক্রিপশনে?

উত্তরদাতা:না। প্রেসক্রিপশন, ঔষধের গায়ে।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধের গায়ে। এবার একটু নীতিমালা, পলিসি নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সেটা হচ্ছে সাধারন ঔষধ বা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোন পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রন কারী সংস্থা সর্ম্পকে আপনি জানেন? যে এন্টিবায়োটিক মেডিসিনটা যে কোথায় প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে। আমরা ড্রাগ সুপার বা এই ধরনের ইয়ের কথা শুনি না? এই ধরনের কোন সরকারি অফিস থেকে কেউ কোন সময় আসছে বা জানেন এই বিষয়ে?

উত্তরদাতা:না। এরকম আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনাদের এখানে ভিজিটে আসে কেউ?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন? এন্টিবায়োটিক ইউজ সর্ম্পকে কোন নীতিমালা, সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:জানেন না? আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার জন্য বা বিক্রি করার জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরনবিধির প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা: প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নর্কতা:কেন আপা প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা:ঐযে আবার ঐ কেই কথা। যে সবাই এই ঔষধটা বিক্রি করাটা উচিত না। কেউ না জেনে বিক্রি করে কেউ জেনে বিক্রি করে। যারা না জেনে বিক্রি করে তারাই তো এন্টিবায়োটিকটা উল্টাপাল্টা ঔষধটা একজনকে দিয়ে দিবে। আর যারা জানবে তারা তো সঠিক ঔষধটাই মানুষকে দিবে।

প্রশ্নর্কতা: তো উল্টাপাল্টা ঔষধ দিলে কি সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা:এইযে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হবে, বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যাবে। তাদের যে রোগের জন্য যে ঔষধ এটা না জানার কারনে মানে সমস্যা, বাচ্চা মারাও যেতে পারে। অঅর কোন বাচ্চারে যদি এই বাচ্চার জন্য এই ঔষধটার দরকার নাই। কিন্তু এই ঔষধটা দেওয়া হলো। উল্টা আরো রিএকশন করতে পারে ঔষধে।

প্রশ্নর্কতা:এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। আর বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে কি হতে পারে?

উত্তরদাতা: বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে তো আরো বেশী অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। কারন তার ঔষধে কাজ করছেনা।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় আপা, কিছু কিছু সেবাদানকারী আমি বলতেছি যে, বিভিন্ন ধরনের সমাজে যারা মেডিসিন প্রেসক্রাইব করে, তারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন। এরকম কেউ আছে?

উত্তরদাতা:আছে। এইযে ফার্মেসিরাই তো।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসিরা করে। মানে ফার্মেসিতে ডিনি ঔষধ বিক্রি করতেছেন, উনি নাকি কে? পল্লী চিকিৎসক

উত্তরদাতা:উনিও থাকে। পল্লী চিকিৎসক আছে। মানে অল্প কিছু জানে।

প্রশ্নর্কতা:অল্প জানে। সে দিয়ে দিচ্ছে।

উত্তরদাতা:দিচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন তারা এটা করতেছে? কি মনে হয় আপা?

উত্তরদাতা:ঔষধ বিক্রির জন্য।

প্রশ্নর্কতা: বিক্রির জন্য।

উত্তরদাতা:প্রফিটের জন্য।

প্রশ্নর্কতা: প্রফিটের জন্য। আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন রোগীর লাভের চেয়ে যিনি মানে সরবরাহকারী, আর্থিক লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে? মনে করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন মনে হয় যে আপা, বেনিফিট যে পাচ্ছে, বুঝলাম বেনিফিট পাচ্ছে। কিন্তু এতে সে একটা লাভ হচ্ছে যে, ফিন্যান্সিয়ালি সে গেইনার হচ্ছে লাভবান ৩০:০০

উত্তরদাতা:ব্যবসা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ব্যবসা। আর কোন লাভ কি আছে তার?

উত্তরদাতা:এটাই। আর তো কিছু না।

প্রশ্নর্কতা:এটাই। আচ্ছা। আপি কি ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানেন? কনজিউমার রাইটস? ভোক্তার অধিকার শুনছেন। আমরা যে ভিভিন্ন জায়গায় দেখি, ভোক্তার অধিকার সপ্তাহ পালন করে। কনজিউমার রাইট। যে মানে ভোক্তা,

উত্তরদাতা:জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:জানেন এটা? ভোক্তার অধিকার, আপা? শুনছেন এই শব্দটা?

উত্তরদাতা:আমার মনে আসতেছেনা।

প্রশ্নর্কতা: মনে আসতেছেনা। আচ্ছা। এখন যেটা আপা বলতেছি, ধরেন এটা একটা প্রেসক্রিপশন। সাপোজ কথার কথা। একটা প্রেসক্রিপশনের মধ্যে ডাক্তাররা কি করে সাধারনত মেডিসিনের নাম লিখে। বাংলায় নিয়মকানুন গুলো লিখে দেয়। যেমন আপনারা লিখেন। আরো কিছু লক্ষন টক্ষন, বা অন্য কিছু মেডিসিন ডায়াগনসিস থাকে। তো এখন এখন এই প্রেসক্রিপশনটা কিভাবে আরো রিচ করা যায় ? আপনার অভিজ্ঞতা থেকে একটু শুনতে চাই। আর কোন কোন জিনিসগুলো প্রেসক্রিপশনে থাকলে ভালো? যে ইন ফিউচার আপকামিং যে প্রেসক্রিপশন আমরা স্বপ্নে দে খিবা মনে করি এই ধরনের প্রেসক্রিপশনটা এটা থাকলে আমার মতে আরো ভালো?

উত্তরদাতা: আমাদের প্রেসক্রিপশন তো আমাদের সবকিছুই দেয়া থাকে।

প্রশ্নর্কতা: যেমন একটু যদি বলেন, কি কি

উত্তরদাতা:আমাদের প্রেসক্রিপশন আমাদের চেক কমপ্লেইন থাকে। আমাদের সবকিছু লিখতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:সবকিছু বলতে কি কি

উত্তরদাতা:আমাদের ওয়েট, পালস তারপর হাইট এগুলি তো থাকেই। তারপর আপনার পরামর্শ দানের জায়গা থাকে। ঐ পরামর্শ লেখাই থাকে। আমাদের প্রেসক্রিপশন আবার একটু অন্যরকম। আপনার ঐ প্রেসক্রিপশন এর মতো না।

প্রশ্নর্কতা:বাইরের যে প্রেসক্রিপশন

উত্তরদাতা:ঐরকম না। আমাদের প্রেসক্রিপশন অনেক সুন্দর।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি যদি একটু বলেন যে আপনাদের প্রেসক্রিপশন যেহেতু রিচ, ভালো বলতেছেন। তাহলে বাইরের প্রেসক্রিপশনে কোন জিনিসগুলি আপনাদের থেকে ফলো করতে পারে বা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে এইযে এডভাইস দেওয়ার জায়গা আছে তারপর চেক কমপ্লেইন লেখার জায়গা আছে। তারপর হয়ছে কি ডিটেইলস যেটা আমরা পাই, ডায়াগনসিস করি, ঐটার জায়গা আছে আলাদা। ডায়াগনসিসে আমরা কি পেলাম, সেটার জায়গা আছে। আমরা ল্যাব টেষ্ট দিই যে, যে টেষ্ট দিই ঐ টেষ্ট দেওয়ার জায়গাটা আছে। সিগনেচার করার জায়গা আছে। সবই আছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো বাইরের একটা ডক্টর লিখছেন যে এই এই জিনিসগুলা।

উত্তরদাতা:অন্য মানে ডক্টরের প্রেসক্রিপশন আমাদের প্রেসক্রিপশন এর মতো না।

প্রশ্নর্কতা:এত ডিটেইলস হয়তো নেই।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা গেল। আপনাদের সাথে কম্পেয়ারিজন যদি করি আপনাদেরটা মনে করছি অনেক রিচ। কিন্তু এস এ প্যারামেডিক, আপনার কাছে কি মনে হয় যে আর,

দ্বিতীয় পার্ট

প্রশ্নর্কতা: আপা, আমরা যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে, তাহলে আপনি বলতেছিলেন এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা আচরন বিধির প্রয়োজন আছে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা থাকলে আপা কি লাভ? মানে কেন এটা প্রয়েঅজন আছে, একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা: নীতিমালা অনুযায়ী যে সে ঔষধ বিক্রি করবেনা আরকি। মানে সবাই নিয়ম মতো ঔষধটা বিক্রি করবে। ঔষধের মানে অসংগত ব্যবহার হবেনা। এজন্য।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য। আপনার কাছে কি মনে হয় যে, কিছু সেবাদানকারী একজন ঔষধ বিক্রেতা হতে পারেন অথবা একজন ফার্মাসিস্ট যে কেউ হতে পারে, তারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে? হয়তো এন্টিবায়োটিক লাগবেনা, সে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করলো

উত্তরদাতা:দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। এরকম দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কেন করে তারা এটা?

উত্তরদাতা:মানে এটা সাধারনত ব্যবসার জন্যই দেয়। নিজের ঔষধটা বিক্রি হয়, এজন্য দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা তো ঔষধ কোম্পানি না। সে তো মেডিসিন ধরেন ঔষধ বিক্রেতা, ফার্মেসি আছে তার। ঔষধ বিক্রি করতেছে।

উত্তরদাতা:মনে করতেছে মানে সে ভালো করে ডায়াগনসিস করলোনা। বলে যে, এটা ঔষধটা দিলে ভালো হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি।

প্রশ্নর্কতা:ঐজন্য দিচ্ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঔষধটা সে সেল করলো। করলে তার বেনিফিটটা কি? লাভ টা কি?

উত্তরদাতা:কিছুই লাভ না। কাষ্টমার ভাবলো যে, আমাকে অনেক ঔষধ দিছে, আমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবো।

প্রশ্নর্কতা:এটা?

উত্তরদাতা:এরকম।

প্রশ্নর্কতা:অঅর অন্য কোন লাভ অছে তার?

উত্তরদাতা:অন্য কোন কি লাভ।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় রোগীর লাভের চেয়ে মানে যিনি ঔষধটা দিচ্ছেন, তার আর্থিক লাভের জন্যই সে প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা। নিজের জন্যই তো দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে তার কি লাভ হতে পারে আপা? একটু খুলে যদি বলেন। যেমন একটা ঔষধের দোকান বা যে কেউ

উত্তরদাতা:সেটা তার ব্যবসা যেমন প্রতিদিন ঔষধ বিক্রি করলে তার মানে বেনিফিটটা তো পাবে। প্রফিটটা বেশী পাবে, এজন্য।

প্রশ্নর্কতা:প্রফিট টা। আচ্ছা। সে লাভের জন্য। আচ্ছা। একটু আগে ভোক্তার অধিকার বলছিলাম, এই কথাটা আপনি কি শুনছিলেন, হিউম্যান রাইটস? ভোক্তার অধিকার?

উত্তরদাতা:হ্যা। শুনছি। কিন্তু মানে বেশী একটা বলতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা:এটা একটু বুঝায়ে বলতে পারবেন? ভোক্তার অধিকার, এটা একটু বুঝায়ে বলতে পারবেন যে, কনজিউমার রাইটস আমরা বলি। ভোক্তার অধিকার।

উত্তরদাতা: ভোক্তার অধিকার মানে সেবা অধিকার। আমাদের যেমন সেবা করার, কাষ্টমারের সেবা পাওয়ার অধিকার আছে। তারপর তার পরার্মশ পাওয়ার অধিকার আছে। এরকম আছে।

প্রশ্নর্কতা:এই তো। ভালোই বলছেন।

উত্তরদাতা:সঠিক মানের সঠিক ঔষধ মানে ইয়ে করার তার অধিকার আছে, তার চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে। এটাই।

প্রশ্নর্কতা:সেটাই। একটু আগে বলতেছিলেন প্রেসক্রিপশন নিয়ে। আমরা মনে হয় এটা নিয়ে কিছু ক্ষন আগে আলোচনা করেছি। মানে প্রেসক্রিপশনে যে জিনিসটা আপনারা যা দেন, এটাতো আমরা কম্পারিজন শুনলাম। প্রেসক্রিপশনে আর কোন জিনিসটা এড করলে একটা প্রেসক্রিপশনে যে এটা কার্যকরী হবে। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কি মনে হয় আপা?

উত্তরদাতা:আমাদের যেমন আমাদের এই প্রেসক্রিপশন এর আগের প্রেসক্রিপশনে লেখা আছে যে, পরবর্তী যখন ভিজিটে আসার সময় প্রেসক্রিপশন সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। এটা আমাদের একদম সিল দেওয়া থাকে। লেখাই থাকে। নীচে দিয়ে একদম

প্রশ্নর্কতা:এটা আমরা অনেক চেম্বারে অনেক ডাক্তারের কাছেও দেখি, আপনাদেরও আছে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া আর এডিশন অতিরিক্ত আর কি এড করা যেতে পারে আপা?

উত্তরদাতা:ঔষধের ক্ষেত্রে

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশনে কোন জিনিসটা

উত্তরদাতা:ঔষধ যেমন সংক্ষিপ্ত লিখতে হবে। বাংলায় ডিটেইলস করে লিখতে হবে। যেমন অনেক সময় ঔষধের নামও বোঝেনা, কিছুনা। কেমন করে খেতে বললো এরকম ইয়া নাই। কিন্তু আমাদের এখানে লেখা আছে, আমাদের ভেঙ্গে ভেঙ্গে লিখতে হবে যে একটা করে দিনে দুইবার বারো ঘন্টা অন্তর অন্তর ঔষধ খাবেন। ভরা পেটে খাবেন নাকি খালি পেটে খাবেন উল্লেখ করে লেখার নিয়ম।

প্রশ্নর্কতা:উল্লেখ করা থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমরা কিন্তু ঐযে এক এক করে তিনবেলা ঐরকম লেখার নিয়ম নাই আমাদের এখানে। আমরা একদম ডিটেইল লিখি।

প্রশ্নর্কতা:মানে সিম্বলিক এক জিরো ওয়ান জিরোওয়ান এভাবে

উত্তরদাতা:এভাবে লিখিনা। আমরা লিখি যে, একটা করে দিনে দুইবার যদি বলি বারো ঘন্টা অন্তর। ভরা পেটে খাবেন অথবা খাওয়ার আগে খাবেন। যেটা এরকম লিখে ঔষধের ব্যবহারও, কয়দিন খাবেন, সাতদিন পাঁচদিন এরকম করে

প্রশ্নর্কতা:উল্লেখ করা থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। লেখা থাকে। আবার আমাদের এন্টিবায়োটিক দেওয়ার পর আমরা সাতদিন পর আসতে বলিনা। আমরা তিনদিন পর আসতে বলি। ক্লিনিকের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:কারন নিউমোনিয়া যদি হয়, ফলো আপের সময়, নিউমোনিয়া ফলো আপের সময় হয়ছে তিনদিন। আর অন্যান্য অসুখের সময় সাতদিন সমস্যা নাই। কিছু কিছু নিউমোনিয়া, শ্বাস কষ্ট যদি আরো ঔষধ কাজ না করলে তাতাড়ি বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে অথবা বাচ্চা মারা যেতে পারে। এজন্য আমাদের ফলো আপের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে দুইদিন, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনদিন।

প্রশ্নর্কতা:খুবই ভালো জিনিস। আর মা দেও ক্ষেত্রে কি করেন আপা? যারা প্রেগনেন্ট মা

উত্তরদাতা:মায়েদের ক্ষেত্রে যেমন আয়রন ট্যাবলেট আছেনা, আয়রন

প্রশ্নর্কতা:এটা তো নরমাল ঔষধ। আমি বলতেছি এডাল্ট। প্রাপ্তবয়স্ক বা যারা সিজার হয়, সিজারিয়ান কেসগুলো

উত্তরদাতা:সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে তো আমাদের ঐভাবে, সবাইকে একইরকম করে ঔষধ দেওয়া হয়। একদম ভেঙ্গে ভেঙ্গে লিখে দেওয়া যে, এত বেলা খাবেন, এত টাইম খাবেন।

প্রশ্নর্কতা:ওরা এটা শুনে, মানে?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশনে লেখা থাকে এখন সবাইকে বুঝায় দিতে হয়। এটা আমাদের গাইডলাইনে ইয়ে দেওয়া আছে।

প্রশ্নর্কতা:বলা আছে।

উত্তরদাতা:আমাদের এগুলো বলতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে কি মনে হয় যে, ড্রাগ কোম্পানি বা ঔষধ কোম্পানি যারা আছে, ওরা রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করার জন্য প্রভাবিত করে,ইনফ্লুয়েন্স করে?

উত্তরদাতা:করে তো।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে করে?

উত্তরদাতা:ওরা এসে ডাক্তারদের সাথে বলে। ইয়ার সর্ম্পকে ঔষধ নিয়ে, এটা এরকম কাজ করবে, এটা এরকম কাজ করবে। প্রভাবিত করে।

প্রশ্নর্কতা:প্রভাবিত করে। তো মানে এরা প্রভাবিত করলে কি মানে অঅমাদের জন্য এটা ভালো নাকি ক্ষতি?

উত্তরদাতা:ঔষধ সর্ম্পকে জানানো টা তো ভালো। কিন্তু মানে অতিরিক্ত ব্যবহারের পরার্মশ করলে তো খারাপ।

প্রশ্নর্কতা তো অতিরিক্ত যদি ব্যবহার করে সমস্যা কি হবে?

উত্তরদাতা:ঐযে ঐ একই। রেজিস্ট্যান্স।

প্রশ্নর্কতা:রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। আচ্ছা। লোকজন আপা এন্টিবায়োটিক এই মেডিসিনটা নেওয়ার জন্য কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে? তারা কি গভমেন্ট হসপিটালে যেতে বেশী পছন্দ করে নাকি আপনাদের এইযে ক্লিনিকে

উত্তরদাতা:ফার্মেসিতে বেশী।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসিতে। কেন ফার্মেসিতে তারা বেশী যায়?

উত্তরদাতা:কারন কি ওরা করে কি এন্টিবায়োটিক নেওয়ার, ডাক্তারের কাছে যাবে, ডাক্তারের ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখাবে। ঐরকম যায়না। সরাসরি ফার্মেসিতে চলেই যায়। ঐটা অজ্ঞতার কারনে। অঅর যারা বোঝে তারাতো ডাক্তার দেখায়েই ঔষধ নেয়। আর যারা একটু অশিক্ষিত টাইপের তারা কিন্তু সরাসরি ফার্মেসিতেই যায়।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসিতে যায়। আর ম্যাক্সিমাম লোকজন কোথায় যায়? ম্যাক্সিমাম?

উত্তরদাতা:সরকারি হাসপাতালে তো যায়ই।

প্রশ্নর্কতা:মানে সরকারি হাসপাতালে যায়।

উত্তরদাতা:যায়।

প্রশ্নর্কতা:ম্যাক্সিমাম তাহলে সরকারি হাসপাতালেই যায়। না? মানে ঐখানে গেলে কি লাভ? এন্টিবায়োটিকটা ওরা ঐখানে পায়?

উত্তরদাতা:ঐখানে ফ্রি পায়।

প্রশ্নর্কতা:ফ্রি পায়। সরকারি হাসপাতালে কি এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতা:আছে। কিছু কিছু আছে।

প্রশ্নর্কতা: কিছু কিছু আছে। আপনারা মেয়াদোর্ত্তীন যে ঔষধগুলা মানে ঐগুলা আপনারা কি করেন? বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:মেয়াদোর্ত্তীন আমরা দুই তিন মাস আগেই না ঐ কোম্পানির, আমাদের সাথে আবার কোম্পানির সাথে যেভাবে, ওরা করে কি ঔষধ চেঞ্জ করে দেয়। নিয়ে যায় আবার নতুন ঔষধ দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা যেটা মেয়াদ শেষ হয়, ঐটা কি করে?

উত্তরদাতা:ওরা নিয়ে নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু আমাদেরকে ঐ নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:নিয়ে গিয়ে বিনিময়ে নতুন ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা:ওরা কি করে সেটা আর জানিনা। আমাদের নতুন ঔষধ দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐটার রিপ্লেসমেন্ট? টাকা দিতে হয় সেক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:না। চেঞ্জ করে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:চেঞ্জ করে দেয়। আর আপনারা যে কোন সময় যদি এরকম মেডিসিন থাকে যে, এক্সপায়ার ডেট চলে গেছে, এরকম আপনাদের কাছে থাকে

উত্তরদাতা:না। আমরা তো ডেট এক্সপায়ার হওয়ার আগে তিনমাস আগে অথবা চারমাস পাঁচমাস আগে ইয়ে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টিভরা আসে, ওদের জানাই। ওরা ঔষধগুলো নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:সবগুলো ঔষধই তারা ইয়ে করে। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে কিছু থাকেনা এখানে?

উত্তরদাতা:না। কিছু থাকেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনাদের এখানে এনিমেলের কোন মেডিসিন বা এন্টিবায়োটিক কি আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন ট্রিটমেন্ট বা ইয়ে

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এই ধরনের তো না। সব তো হিউম্যান, না? আপা কিছু বেসিক ইনফরমেশন দরকার। সেটা হচ্ছে যে আপনি এখানে কি ধরনের সেবা দেন মানে শুধুমাত্র মানুষের নাকি অন্য কিছুর?

উত্তরদাতা:মানুষের।

প্রশ্নর্কতা:মানুষের। আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা:আমি দুই হাজার পাঁচ থেকে।

প্রশ্নর্কতা: দুই হাজার পাঁচ থেকে। তাহলে হচ্ছে পাঁচ আর এদিকে সাত বারো বছর। বারো বছর হয়ে গেল। আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য আপনি কি কোন ট্রেনিং পায়ছেন কোথাও থেকে ট্রেনিং করেছেন এন্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করার জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা। ট্রেনিং নিছি।

প্রশ্নর্কতা:কোত্থেকে এটা?

উত্তরদাতা:আমি বেসিক ট্রেনিং পাইছি

প্রশ্নর্কতা:কতদিন এর ছিল?

উত্তরদাতা:আঠারো মাস।

প্রশ্নর্কতা:আঠারো মাস। এটা কোন জায়গা থেকে করছেন?

উত্তরদাতা:এটা এফডব্লিউবিটিআই,বরিশালে।

প্রশ্নর্কতা:বরিশালে। এটা কি আপনার নিজের নাকি এখান থেকে করায়ছে?

উত্তরদাতা:সরকারি ট্রেনিং করছি।

প্রশ্নর্কতা:সরকারিভাবে।

উত্তরদাতা:সরকারিভাবে পাস করছি তো।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি জয়েন করার পরে?

উত্তরদাতা:না। আগে।

প্রশ্নর্কতা:আগেই?

উত্তরদাতা:আমি সরকারিভাবে পাস করছি। করার পরে আমি সরকারি চাকরিতে আর যাইনি। ভালো লাগেনা আমার।

প্রশ্নর্কতা:ঐ যেটা আছে।

উত্তরদাতা:পরে এখানে জয়েন করছি।

প্রশ্নর্কতা:এখানে জয়েন করছেন। ঐটাতে কি অফার ছিল আপনার সরকারি ইয়েতে?

উত্তরদাতা:হ্যা। জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে কি পাস করলেই ওরা অফার করে?

উত্তরদাতা:আমার সিরিয়াল একটু দেরী হয়েছিল তো আমি উনিশতম হয়েছিলাম। ঐটা সিরিয়াল দিয়ে রাখছে। পরে আমি এনজিওতে ঢুকছি। এখন এনজিওতে ঢুকছি। আমি পরে সিরিয়ালে আসছি। আমি যাই নাই। কারন গ্রামে ইয়েতে যায়তে হবে। বাচ্চা টাচ্চা ঢাকায় লেখাপড়া করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি ঔষধ বিষয়ক কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিলেন? মেডিসিন রিলেভেন্ট?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোথায়?

উত্তরদাতা:এখানে আমাদের ক্লিনিকেই করছি। এখানেই করছি।

প্রশ্নর্কতা:কতদিনের কোর্স ছিল এটা?

উত্তরদাতা:এখানে আমাদের একটা ছিল সতের দিনের, একটা উনিশ দিনের, এরকম।

প্রশ্নর্কতা:এরকম। আপনার একাডেমিক পড়াশোনা

উত্তরদাতা: একাডেমিক পড়াশোনা তো ঐটাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে কতদিন মেডিসিনের উপরে আপনাদের

উত্তরদাতা: মেডিসিনের উপরে আমি এমনে একটা কোর্স করছি। একমাসের একটা কোর্স করছি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি আলাদা?

উত্তরদাতা:আলাদা।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গায় করছেন এটা?

উত্তরদাতা:এটা অফিস থেকেই করায়ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোথায় করায়ছে?

উত্তরদাতা:এটা শিশু হাসপাতাল।

প্রশ্নর্কতা:শিশু হাসপাতাল।

উত্তরদাতা:ঢাকা শিশু হাসপাতাল। সরকারি ছিল নাকি প্রাইভেট?

প্রশ্নর্কতা:গনস্বাস্থ্যে ছিল। এখানেও ছিল মনে হয়। না। এটা সরকারি না, এটা প্রাইভেট।

উত্তরদাতা: গনস্বাস্থ্যে ছিল।

প্রশ্নর্কতা:এটা আমাদের অফিস থেকেই কোর্সটা করায়ছিল।

উত্তরদাতা: শিশু হাসপাতালটা?

প্রশ্নর্কতা:না। সরকারিভাবে না। আমাদের এনজিও থেকেই করায় নিয়ে আসছে ট্রেনিংটা।

উত্তরদাতা:আচ্ছা। করায় নিয়ে আসছে।

প্রশ্নর্কতা:করায় নিয়ে আসছে। আচ্ছা। বুঝতে পারছি। আর আপনার এমনে পড়াশোনা কি, আপা?

উত্তরদাতা:ঐযে আমি এফডব্লিউবিটি থেকে পাস করছি।এসএসসি পাস করছি।

প্রশ্নর্কতা:কতদিনের ইয়ে ছিল?

উত্তরদাতা:দেড় বছর। আঠার মাস।

প্রশ্নর্কতা:আঠার মাস। আর আরেকটা হচ্ছে যে আঠার মাসের। আর জেনারেল লাইনে পড়াশোনা?

উত্তরদাতা:এসএসসি।

প্রশ্নর্কতা:ইন্টার?

উত্তরদাতা:না। এসএসসি।

প্রশ্নর্কতা:ম্যাট্রিক। সেকেন্ডারি। আচ্ছা। আপনাদের এটার যে, এটার কোন লাইসেন্স কি আছে এই ইয়ের মানে এইযে ক্লিনিক বা যেটা ইয়ে এনজিও। আপনাদের এটা?

উত্তরদাতা:আমাদের এটা। হ্যা। লাইসেন্স আছে।

প্রশ্নর্কতা: লাইসেন্স আছে। না? এটা কোত্থেকে করা লাইসেন্স?

উত্তরদাতা:স্যার বলতে পারবে।

প্রশ্নর্কতা:সরকারি যে লাইসেন্স যেটা।

উত্তরদাতা:হ্যা। আছে।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি এখানে চাকরি করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপা আমার মোটামুটি শেষ। তো আপনার কাছে আরেকটা অনুরোধ করবো। সেটা হচ্ছে যে আপনি যে এন্টিবায়োটিকগুলা প্রেসক্রাইব করেন, কয়টা বললেন, এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:আমি সাধারনত এমোক্সিসিলিন আর ফ্লুক্টামোক্সাজল।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এগুলার একটু নামটা আপা। নামটা আমরা লিখতে চাচ্ছি। নাম দুইটা। আর এগুলা কোন কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে, দুইটা মেডিসিনের নাম আর কোন কোন ডিজিজের জন্য ইউজ হয়। আপা, এখানে গ্রুপগুলো একটু লিখতে হবে কাইন্ডলি। এটা কোন গ্রুপের, এটা কোন গ্রুপ।

উত্তরদাতা:এটা তো ফার্স্ট

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন। এখানে

উত্তরদাতা: কোট্রামোক্সাজল তো কোট্রামোক্সাজল। এমোক্সিসিলিন তো এমোক্সিসিলিন গ্রুপ। এটা জেনেটিক নাম তো।

প্রশ্নর্কতা:জেনেটিক নাম। আর ট্রেড নাম।

উত্তরদাতা:ট্রেড নাম মোক্সাসিল।

প্রশ্নর্কতা:এখানে উপরে লিখে দেন তাহলে। উপরে ট্রেড নামটা লিখে দেন। আর নীচে গ্রুপ। এখানে উপরে ট্রেড নেম, উপরে ট্রেড নেম। একটা হচ্ছে নিউমোনিয়া

উত্তরদাতা:এইযে এটা হচ্ছে কট্রিম আর এটা এমাক্সিসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:দুইটাই নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে। আর অন্য কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে দেন?

উত্তরদাতা:আর ডিজিজের ক্ষেত্রে তো আমার অন্য কোন

প্রশ্নর্কতা:অন্য কোন ডিজিজ?

উত্তরদাতা:না। অন্য ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা কোট্রামোক্সাজল তো ঐটার ক্ষেত্রেই

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিও শুভ কামনা থাকলো আমাদের পক্ষ থেকে। তো দোয়া করবেন। ভালো থাকবেন। আবার যদি কোন গবেষনার কাজে আমি তো দেখা হবে। আসি। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:আচ্ছা। ওয়ালাইকুম সালাম। ----------oooooooooo----------